তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৬২

**২৫ মার্চ গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তৃপ্তি পেতাম**

 **-- বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ):

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেছেন, ২৫ মার্চ গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করতে হলে শুধু আমাদের দেশে নয় আন্তর্জাতিকভাবে সমস্ত বাঙালিদের মাঝে জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে। বাইরে অবস্থানরত বাঙালিদেরও এই ব্যাপারে সচেতন করতে হবে। আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা, রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছিলাম এখনো বেঁচে আছি ২৫ মার্চ আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করলে আত্মতৃপ্তি নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারতাম।

আজ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সম্প্রীতি বাংলাদেশের উদ্যোগে ‘গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর আহ্বায়ক পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সঞ্চালনা করেন সম্প্রীতি বাংলাদেশ-এর সদস্য সচিব অধ্যাপক ড. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ জাতির ইতিহাসে ‘কালরাত্রি’ হিসেবে চিহ্নিত। ঐ রাতে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী 'অপারেশন সার্চ লাইট' এর নামে শুরু করেছিল বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড। একই সঙ্গে ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে তারা গ্রেফতার করে বাঙালির প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ শুরু হওয়া অপারেশন সার্চ লাইটের নামে পরবর্তী ৯ মাস পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দেশব্যাপী গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুট, ধর্ষণের মতো অবর্ণনীয় নারকীয় নৃশংসতা চালায়। এত অল্প সময়ের অপারেশনে শহীদ হয়েছিল ৩০ লাখ অসহায় মানুষ, বরেণ্য বুদ্ধিজীবী। ধর্ষিত হয়েছিলেন কয়েক লাখ নারী। দেশত্যাগী হয়েছিল প্রায় এক কোটি নিরীহ মানুষ। মাত্র ৯ মাসে ৩০ লাখ আদম সন্তানের অসহায় মৃত্যু, এতবড় গণহত্যা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল।

আলোচনা সভায় সম্মানীয় আলোচক হিসেবে বক্তৃতা করেন বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, একুশে এবং স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং সম্প্রীতি বাংলাদেশ কুড়িগ্রাম জেলা কমিটির আহ্বায়ক আব্রাহাম লিংকন, শহীদ জায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, মেজর (অব.) হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

#

মাহমুদুল/ শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৬১

**কায়রোতে যথাযোগ্য মর্যাদায় গণহত্যা দিবস পালিত**

কায়রো, মিশর, ২৫ মার্চ:

কায়রোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস আজ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে জাতীয় গণহত্যা দিবস পালন করেছে। দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ২৫ মার্চ গণহত্যায় নিহত এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী শহিদদের রুহের মাগফেরাত এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনায় বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। পরবর্তীতে ২৫ মার্চ গণহত্যায় নিহত এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহিদদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর রাষ্ট্রদূত দূতাবাসের কর্মকর্তাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। পরবর্তীতে গণহত্যা দিবসের ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

 সভায় রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ শুরুতেই সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন জাতীয় চারনেতাসহ মুক্তিযুদ্ধের সংগটক, সমর্থক, ২৫ মার্চ গণহত্যায় নিহত এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা। রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন ২৫শে মার্চ মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত হত্যাযজ্ঞের দিন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে ‘অপারেশন সার্চ লাইট’-এর নামে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নির্বিচারে বিশ্ব ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা চালায়।

রাষ্ট্রদূত আরো উল্লেখ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জাতির পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার সর্বস্তরের জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৫ মার্চ কালো রাতে শুরু হওয়া পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা চলতে থাকে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় ধরে। ৩০ লাখ শহিদের আত্মত্যাগ ও দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

 রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’- ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী, সমৃদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে দৃঢ় পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

#

শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৬০

**ম্যানচেষ্টারস্থ বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনে ‘গণহত্যা দিবস’ পালিত**

ম্যানচেষ্টার, যুক্তরাজ্য, ২৫ মার্চ:

ম্যানচেষ্টারস্থ বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনে যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ‘গণহত্যা দিবস’ পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে ও মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এ সময় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী ও গণহত্যা দিবসের ওপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। পরে গণহত্যা দিবসের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

 সহকারী হাইকমিশনার কাজী জিয়াউল হাসান তার বক্তব্যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন, যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করে। তিনি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতের নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার সকল শহীদদের গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। সহকারী হাইকমিশনার বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংযুক্তির বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, গণহত্যার স্বীকৃতি আদায়ে আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টিকল্পে প্রবাসী বাংলাদেশিদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার অবকাশ রয়েছে। ২৫ মার্চের গণহত্যার শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

সর্বশেষ জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে ও মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

#

শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৫৯

**স্মার্ট বাংলাদেশের ন্যায় স্মার্ট ট্যুরিজম গড়ে তোলা হবে**

 **-- শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ):

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, ভারত, নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়াসহ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ পর্যটন শিল্পে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। নদী, সমুদ্র, পাহাড়, বন ও অপরূপ প্রকৃতির সমাহারে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশেরও পর্যটন খাতে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির এ যুগে মানসম্পন্ন সেবা, অনুকূল পরিবেশ ও সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশের ন্যায় স্মার্ট ট্যুরিজম গড়ে তোলা হবে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ের বলরুমে এসোসিয়েশন অভ্ ট্রাভেল এজেন্টস অভ্ বাংলাদেশ (এটিএবি) আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

এটিএবি এর নতুন কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, পর্যটন একটি বিরাট শিল্প। জিডিপি'তে পর্যটন খাতের অবদান বৃদ্ধিতে এটিএবি-কে আরো গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, দেশি-বিদেশি পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ স্মার্ট ট্যুরিজমের অন্যতম উপাদান। এ লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে যার অন্যতম উদাহরণ হলো ট্যুরিস্ট পুলিশ প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এটিএবি-কে কীভাবে সহযোগিতা করা যায় এ বিষয়ে নতুন কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

এসোসিয়েশন অভ্ ট্রাভেল এজেন্টস অভ্ বাংলাদেশ (এটিএবি) এর প্রেসিডেন্ট আবদুস সালাম আরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান (এটিএবি) এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান, ট্যুরিস্ট পুলিশ প্রধান এডিশনাল আইজিপি (ভারপ্রাপ্ত) মো. আবু কালাম সিদ্দিক ও বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এটিএবি এর সাধারণ সম্পাদক আফসিয়া জান্নাত সালেহ।

ইফতার মাহফিলে মোনাজাত পরিচালনা করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক গভর্নর মুফতি মাওলানা ড. কাফীলুদ্দীন সরকার সালেহী।

উল্লেখ্য, গত ১০ মার্চ এসোসিয়েশন অভ্ ট্রাভেল এজেন্টস অভ্ বাংলাদেশ (এটিএবি)-এর নতুন কমিটি গঠিত হয়।

#

ফয়সল/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৫৮

**শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়ে গেছেন**

 **-- ধর্মমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ):

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তিনি আচারসর্বস্ব ধর্মানুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপকে উৎখাত করে সংকীর্তন অঙ্গনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মহামিলন ঘটিয়েছিলেন।

আজ ঢাকার স্বামীবাগে ইসকন মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের ৫৩৮তম আর্বিভাব তিথিতে গৌর পূর্ণিমা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যে হিংসা-বিদ্বেষ, জাতি ও বর্ণভেদ ভুলে গিয়ে অহিংসার বাণী শুনিয়েছেন। তিনি সাম্প্রদায়িকতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে, সকলের হৃদয় জয় করে প্রচার করেছিলেন বৈষ্ণব ধর্ম। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশিত শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত সেই বৈষ্ণব দর্শন আজও প্রচারিত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী। তার নামানুসারে বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যযুগ নামে এক নবযুগের সূচনা হয়।

মোঃ ফরিদুল হক খান বলেন, শ্রীচৈতন্যদেবের আন্দোলন মূলত ধর্মান্দোলন। তার প্রেম প্রধানত ভগবৎপ্রেম, কৃষ্ণপ্রেম। তার অস্ত্র ছিলো শ্রীনাম সংকীর্তন। তার যৌবনকালের অলৌকিক পাণ্ডিত্য তথাকথিত শিক্ষিত পন্ডিতদের গর্ব খর্ব করে বিনম্র হতে শিখিয়েছিল। তার জন্মের পর থেকেই নানা দেশে নানা স্থানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্মাণ শুরু হয়। তিনি বলেন, শ্রীচৈতন্যদেব মানুষকে হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন।

ইসকন স্বামীবাগ আশ্রমের অধ্যক্ষ চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত পাল। এতে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন সাবেক সচিব অশোক মাধব রায়, লাটভিয়া থেকে আগত ভক্ত প্রিয় দাস, ইসকন বাংলাদেশের সহ-সম্পাদক জগৎগুরু গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক কালবেলার সম্পাদক সন্তোষ শর্মাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

#

আবুবকর/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৫৭

**ভিয়েতনামে বাংলাদেশ দূতাবাসে গণহ্ত্যা দিবস পালন**

হ্যানয়, ভিয়েতনাম, ২৫ মার্চ:

আজ ভিয়েতনামের হ্যানয়স্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে গণহত্যা দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাতে নিহত সকল শহিদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন, মোমবাতি প্রজ্বলন এবং তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। পরে দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয় এবং দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনার পর্বে মূল বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান। বক্তব্যের শুরুতে তিনি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনায় দীর্ঘ ন’মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। তিনি আরো স্মরণ করেন ২৫ মার্চ কালরাতের নৃশংস হত্যাকাণ্ডসহ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নির্মম গণহত্যার শিকার সকল শহিদ, জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থকসহ দেশের জনগণকে, যাঁদের অসামান্য অবদান আর আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি লাল সবুজ পতাকা।

২৫ মার্চ গণহত্যায় হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার চিত্র তুলে রাষ্ট্রদূত রহমান বলেন, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসরদের দ্বারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা বিশ্বের নৃশংস ও নারকীয় গণহত্যাগুলোর অন্যতম। ১৯৭১ সালের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। হ্যানয়স্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এ লক্ষ্যে স্বাগতিক দেশ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে একযোগে কাজ করে যাবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন রাষ্ট্রদূত।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মিশনের কাউন্সেলর ও দূতালয় প্রধান নাসির উদদীন।

#

নাসির/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৫৬

**গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবির জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে**

 **-- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ):

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ‘২৫ মার্চ বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানিদের চালানো গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য আমরা দাবি করে যাবো। এ বিষয়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।’

তিনি আজ ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘পলিটিক্স অভ্‌ জেনোসাইড রিমেম্বারেন্স’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইট প্রিভেনশনের মহাপরিচালক ড. এলিসা ভন ফরগে।

মন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশের মাটিতে যে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়, তা ছিল বিশ শতাব্দীর অন্যতম নৃশংস গণহত্যা। এই গণহত্যার স্বরূপ ছিল ভয়ঙ্কর। পরিকল্পিত পন্থায় বাঙালিকে খুন করা হয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে এসব বর্বরতায় সহযোগী ছিল বাঙালি ও অবাঙালি সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত রাজাকার, আলবদর, আলশামস এবং শান্তি কমিটির সদস্যরা। তিনি বলেন, ২৫ মার্চের গণহত্যা শুধু এক রাতের হত্যাকাণ্ডই ছিল না, এটা ছিল মূলত বিশ্বসভ্যতার জন্য এক কলঙ্কজনক, জঘন্যতম গণহত্যার সূচনামাত্র। পরবর্তী ৯ মাসে ৩০ লাখ নিরাপরাধ নারী-পুরুষ-শিশুকে হত্যার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা সৃষ্টি করেছিল সেই বর্বর ইতিহাস।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের সংঘটিত গণহত্যার ষড়যন্ত্র শুরু হয় ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের পর হতেই। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী শুরুতেই আঘাত হানে ভাষার উপরে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাবি শাসকচক্র যখন রাষ্ট্রের ৫৬% লোকের মায়ের ভাষ্য বাংলা অস্বীকার করে তখনই দূরদর্শী তরুণ নেতা শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে ইংরেজি শোষক-শাসকের পরিবর্তে আমার পাঞ্জাবি শোষক ও শাসক পেয়েছি। প্রকৃতপক্ষে জনগণের মুক্তি পায়নি।

তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর থেকেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালির স্বাধীনতার ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয়ী। পাকিস্তান আন্দোলনের তুখোড় তরুণ নেতা শেখ মুজিব বুঝেছিলেন বাঙালিরা ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হলেও নব্য উপনিবেশ হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানিরা। তাই তিনি বাঙালি জাতিকে মুক্ত করার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুতি নেন, যার চূড়ান্ত রূপ মহান মুক্তিযুদ্ধ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। বাঙালির মুক্তির ধারাবাহিক বিস্ফোরণ দেখা যায় ’৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলনে; ৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে, ১৯৬৬ এর ৬ দফার আন্দোলনে, ৬৯ এর গণঅভ্যুথানে এবং ১৯৭০ এর নির্বাচনি জনরায়ে।

আনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি সারা জাকের ও মফিদুল হক বক্তৃতা করেন।

#

এনায়েত /শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৫৫

**নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের ইতিহাস জানাতে হবে**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ):

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন করে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে ২৫ শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালিদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালানোর উদ্দেশ্যে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে সর্বপ্রথম ফার্মগেইট এলাকায় মুক্তিকামি ছাত্র জনতার ব্যারিকেডের মুখোমুখি হয়।

মুক্তিযুদ্ধে প্রথম ব্যারিকেড তৈরির ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণ এবং জাতীয় গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে আজ এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আয়োজিত ‘গণহত্যার কালরাত্রি ও আলোকের অভিযাত্রী’ শিরোনামে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান খান এমপি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ২৫ মার্চ কালরাতে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ব্যারিকেড উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খান।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত আলোচক হিসেবে আরো বক্তব্য প্রদান করেন সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা বেনজীর আহমদ এবং এ কে আজাদ; চিত্রনায়ক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মহিউদ্দীন আহমেদ আলমগীর; তেজগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ, ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জহিরুল হক জিলু; ইউনিসেফ সুপারস্টার ও টিভি রিপোর্টার সুবহা সাফায়েত সিজদা প্রমুখ।

আলোচনায় সভায় বক্তারা ২৫ মার্চ কালরাতে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ব্যারিকেড এর গৌরবময় ইতিহাসের স্মৃতিচারণ করেন এবং ফার্মগেইট ব্যারিকেডের ইতিহাসকে স্মরণীয় করে রাখতে ঢাকার ফার্মগেইট এলাকায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ করার জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর কাছে দাবি জানান।

আলোচনা সভার শুরুতে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ব্যারিকেড তৈরির ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের গৌরবের ইতিহাস। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। তারপর করা হয়েছে ইতিহাস বিকৃতি। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিফলক/স্মৃতিচিহ্নগুলো মুছে ফেলা হয়েছে। এখন আমাদের নতুন প্রজন্মকে এ গৌরবের ইতিহাসগুলো জানাতে হবে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে ততকালীন ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান খান কামালের নেতৃত্বে ছাত্র জনতা ব্যাকিকেড তৈরি করে একটি প্রশিক্ষিত সেনা বহরকে যেভাবে ২০ মিনিটের মতো ফার্মগেইটে আটকে রেখেছিলো তা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের মধ্য অন্যতম স্থান দখল করে রাখবে।’

প্রধান আলোচক শাজাহান খান বলেন, ‘মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ শহিদ হয়েছে। এটি ছিল বিশ্বের ইতিহাসে একটি গণহত্যা। বিশ্বের কাছ থেকে আমাদেরকে এ গণহত্যার স্বীকৃতি আদায় করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই আসাদুজ্জামান খান কামালের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনা বহরকে ব্যারিকেড দিয়ে ফার্মগেইট তথা তেজগাঁওবাসী এক বীরত্বের ইতিহাস রচনা করে।’

অনুষ্ঠানের সভাপতি ও ফার্মগেইট প্রতিরোধের নেতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করেছেন। আমরা তাঁর আহ্বানেই প্রতিটা আন্দোলন, সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। তিনিই ছিলেন আমাদের প্রেরণা। আমরা আজ স্বার্থক। নতুন প্রজন্মকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসটুকু জানাতে পেরেছি।’

তিনি আরো বলেন, ‘ইতিহাসের অংশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এ ফার্মগেইট এলাকা। সে রাতে (২৫ মার্চ, ১৯৭১) আমরা ছাত্র জনতা বিশ্বের অন্যতম প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বহরকে প্রায় ২০ মিনিটের মতো আটকে রেখেছিলাম। আমরা গাছ কেটে, লোহার চাই দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করেছিলাম, ঢিল, পেট্রোল বোমা ছুঁড়েছিলাম। কিন্তু সেনা বহরটি ২০ মিনিটের বেশি আটকে রাখতে পারিনি। তারপরই এই বাহিনী ঢাকা শহরে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। কিন্তু সেদিন না পারলেও নয় মাস যুদ্ধ করে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি।’

#

মাহমুদ/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৫৪

**টিকিট নিয়ে উত্থাপিত অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ বিমানমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ):

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকেই বিমানের টিকেট নিয়ে উত্থাপিত অনিয়মের বিষয়ে তদন্তপূর্বক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশনা দিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান।

আজ রাজধানীর একটি হাসপাতালে ঠান্ডাজনিত সংক্রমণে ভর্তি থাকা অবস্থায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শফিউল আজিমের সাথে সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী এই নির্দেশনা দেন।

তিনি বলেন, বিমানের সিট খালি থাকা ও টিকেট নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে ভাইরাল হওয়া বিভিন্ন বিষয় এবং যাত্রীদের যেকোনো অভিযোগ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। টিকেট কাউন্টার, চেকিং কাউন্টার, কল সেন্টারসহ যেকোনো সেবার পয়েন্টে দায়িত্ব পালনরত কোনো কর্মী দায়িত্বে অবহেলা করলে বা যাত্রীদের সাথে অসদাচরণ করলে বা কোনো ধরনের অসদুপায় অবলম্বন করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী যাত্রীদের আস্থার প্রতীকে পরিণত করার জন্য কাজ করছি। বিমানের বহরে নতুন নতুন এয়ারক্রাফট যোগ করাসহ এর অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক রুট বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সেবার মান আরো উন্নত করা হচ্ছে। বিমানের অগ্রগতিতে যারাই বাধা হিসেবে কাজ করবে তাদের কোনো প্রকার ছাড় দেয়া হবে না।

সাক্ষাৎকালে বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মন্ত্রীকে আগামী ২৬ মার্চ তারিখে উদ্বোধন হতে যাওয়া ঢাকা-রোম-ঢাকা ফ্লাইটের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন। এ সময়ে মন্ত্রী এই ফ্লাইটকে টেকসই ও লাভজনক করার জন্য বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন।

#

তানভীর/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৩৮৫৩

**জেদ্দায় গণহত্যা দিবস পালিত**

জেদ্দা, সৌদি আরব, ২৫ মার্চ:

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দার উদ্যোগে কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে বাঙ্গালি মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসের ভয়াল ‘গণহত্যা দিবস’ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই তরজমাসহ পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ একাত্তরে নিহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গণহত্যায় নিহত শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। অতঃপর ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখে গণহত্যার শিকার শহিদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

অনুষ্ঠানে গণহত্যা দিবসের ওপর তৈরিকৃত বিশেষ ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হক বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যে তিনি গণহত্যা দিবসের তাৎপর্য ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ঘটনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা বিশদভাবে তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ২৫ মার্চের গণহত্যার মূল খলনায়ক হিসেবে কুখ্যাত পাকিস্তানি আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান এবং টিক্কা খানের ধারাবাহিক কুকীর্তি ও নৃশংসতার বিশদ বর্ণনা করেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস প্রত্যেক শিশু-কিশোরদের জানানোর জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে তারা বড় হয়ে সঠিকভাবে শত্রু-মিত্র চিনতে পারে।

অনুষ্ঠানে কনস্যুলেটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-ছাত্র, স্থানীয় বাংলাদেশি সাংবাদিক, আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ জেদ্দা প্রবাসী অনেক বাংলাদেশিগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

মাহাদী/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৫২

**পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের জন্য গ্রিন এন্ড ক্লাইমেট রেজিলেন্ট**

**ডেভেলপমেন্ট নীতিমালা অনুসরণ করছে সরকার**

 **-- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, সকল উন্নয়নই যেন পরিবেশবান্ধব এবং জলবায়ু সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া হচ্ছে। এজন্য সরকার গ্রিন ও ক্লাইমেট রেজিলেন্ট ডেভেলপমেন্ট নীতিমালা অনুসরণ করছে। জলবায়ু পরিবর্তন এখন মেইনস্ট্রিমিং হচ্ছে। স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, অবকাঠামো সকল পরিকল্পনা প্রণয়নেই এ নীতি অনুসরণ করে হবে। পাহাড়, বন দখল করে কোনো উন্নয়ন করা যাবে না। পাহাড় ও জলধার কাটা বন্ধ করা হবে। পাহাড় কেটে আবাসন নির্মাণকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আজ রাজধানীর দি ওয়েস্টিন, ঢাকায় ‘নেভিগেটিং দ্য ক্লাইমেট ডিসকোর্স: ফ্রম কপ-২৮ ইনসাইটস টু কপ-২৯ এসপিরেসন্স’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রতি বছর আমাদের অ্যাডাপটেশনে ৯ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। সেখানে সরকার সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলার দিচ্ছে শুধুমাত্র অ্যাডাপটেশনে। যদি এই বিপুল পরিমাণ অর্থ শুধু জলবায়ুতে দেয়া না লাগতো তাহলে আমাদের রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামো এসবে ব্যয় করতে পারতাম।

মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও তা রাখা সম্ভব নয়। শতভাগ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হলেও তা পার পেয়ে যাবে। ধারণা করা হয় তা ২.৫ বা ২.৬ এ চলে যাবো। তিনি বলেন, ‘যতই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাক আমাদের ১.৫ ডিগ্রি নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই কাজ করতে হবে। জলবায়ু সুরক্ষার জন্য যা যা করা দরকার তা করতে হবে।’

সাবের হোসেন বলেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবিলায় সবাই যদি একমত হয় তাহলে সমাধান সম্ভব হবে। প্রক্রিয়াটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করবো। তিনি বলেন, যারা আমাদের উন্নয়ন সহযোগী আছেন তাদের আমরা এক জায়গায় নিয়ে আসতে চাই। আমরা সবাইকে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসবো। সেই প্ল্যাটফর্ম থেকেই জলবায়ু পরিবর্তনের সকল অর্থায়ন ও পরিকল্পনা করা হবে।

#

দীপংকর/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৩৮৫১

**রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসে গণহত্যা দিবস পালিত**

রিয়াদ, সৌদি আরব, ২৫ মার্চ:

সৌদি আরবের রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে জাতীয় গণহত্যা দিবস। আলোচনা অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুক্তিযুদ্ধে নিহত সকল শহিদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে দূতাবাসের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত আলোচনা সভায় রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বলেন, ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে বাংলাদেশের মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চলমান আন্দোলন প্রতিহত করতে ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর নীল নকশায় ২৫ মার্চ কালরাতে বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। নির্মমভাবে হত্যা করে শত শত নিরস্ত্র মানুষকে, রচিত করে মানব ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। এদিন মধ্যরাতের পর ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন যা তৎকালীন ইপিআর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলার মানুষ।

রাষ্ট্রদূত বলেন, গণহত্যা দিবস পালন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে নিহত ত্রিশ লাখ শহিদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতির পাশাপাশি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক। তিনি বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংঘটিত গণহত্যার বিচার হয়েছে। তাই ১৯৭১ সালে সংঘটিত ভয়াবহ গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি জরুরি। আর এই স্বীকৃতি আদায়ে সরকারের পাশাপাশি বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি কমিউনিটি, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

দূতাবাসের কাউন্সেলর মোঃ বেলাল হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মিশন উপপ্রধান মোঃ আবুল হাসান মৃধা, ডিফেন্স অ্যাটাসে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ গোলাম ফারুক বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া আরো বক্তব্য প্রদান করেন রিয়াদস্থ বাংলাদেশী কমিউনিটির বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, ব্যবসায়ী এম আর মাহাবুব। বক্তারা সবাই ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে সংঘটিত ভয়াল গণহত্যার বিচার ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দাবি করেন।

অনুষ্ঠানে জহির রায়হানের স্টপ জেনোসাইড চলচ্চিত্রটি প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশের সাথে মিল রেখে শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গতকাল রাত ৮ টা থেকে ১ মিনিটের জন্য দূতাবাসে ব্লাকআউট কর্মসূচি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ, জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্য ও দেশ জাতির মঙ্গল কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

#

আসাদ/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৫০

**জাতীয় গণহত্যা দিবসে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ):

 জাতীয় গণহত্যা দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে আজ ঢাকায় বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে শাহাদতবরণকারী সকল শহিদ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের রূহের মাগফেরাত কামনা এবং যুদ্ধাহত সকল মুক্তিযোদ্ধাদের দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মোঃ এহসানুল হক। মুনাজাতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক মোঃ আনিছুর রহমান সরকার, উপ-পরিচালক সরকার সারোয়ার আলম, বাড্ডা কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম সরকার, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ মুসল্লিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া জাতীয় গণহত্যা দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে আজ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়েও বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে।

#

শায়লা/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৪৯

**ভুটানের সাথে জনযোগাযোগ বৃদ্ধিতে জোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ):

বাংলাদেশ সফররত ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুকের সাথে বৈঠকে জনযোগাযোগ বৃদ্ধিতে নানা উদ্যোগের ওপর জোর দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে ভুটানের রাজা ওয়াংচুকের সাথে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বৈঠক সম্পর্কে তিনি জানান, মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের আগেই ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতিদানকারী দেশ ভুটানের রাজার সাথে অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে আলোচনা হয়েছে। দু’দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিতে ভুটানকে আবার বিবিআইএন (বাংলাদেশ-ভুটান-ইন্ডিয়া-নেপাল ইনিশিয়েটিভ)-এ যোগদানের জন্য এবং এয়ার-কানেক্টিভিটি বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছি।

মন্ত্রী বলেন, ঢাকা-থিম্পু এখন সপ্তাহে মাত্র দু’টি ফ্লাইট আছে, এটি বাড়ানো প্রয়োজন, কারণ ভুটান অত্যন্ত সুন্দর দেশ, যে একবার গেছে, সে বারবার যেতে চায়। মানুষ যাতে সড়ক পথে গাড়ি নিয়ে যেতে পারে, সে নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আমি কয়েকবার গেছি, বর্তমান রাজার বিবাহ উৎসবেও যোগ দিয়েছি। গত বছর তিনি বাংলাদেশের ওপর দিয়ে অন্য দেশে যাওয়ার সময় যাত্রাবিরতিতে আমি তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানিয়েছিলাম।

ড. হাছান আরো বলেন, ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির বিষয়টি আলোচনা হয়েছে, ভারত এ ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। আপনারা জানেন কুড়িগ্রামে বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকে জায়গা দিতে যাচ্ছি। এ দিন ভুটানের রাজার সাথে প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ভুটানের থিম্পুতে একটি বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট প্রতিষ্ঠা, কুড়িগ্রামে ভুটানের জন্য বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং ভোক্তা সুরক্ষায় প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বিষয়ক তিনটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তি পুনঃনবায়নের কথা উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, জলবিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে এই সফরে চুক্তি হচ্ছে না। ভারত যেভাবে নেপাল থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানিতে সহায়তা করেছে, ভুটান থেকে আমদানির ক্ষেত্রেও ভারত সহায়তা করবে। বাংলাদেশ ও ভুটান সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

২৫-২৮ মার্চ সফরে ভুটানের রাজা সোমবার এসেই ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং বঙ্গবন্ধু জাদুঘর পরিদর্শন করেন। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পাশাপাশি তিনি পদ্মা সেতু, শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউিট অভ বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি হাসপাতাল ও নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে স্পেশাল ইকোনমিক জোন পরিদর্শন করবেন। শেষদিন ২৮ মার্চ কুড়িগ্রামে বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিদর্শন শেষে বিকেলে সোনাহাট স্থলবন্দর দিয়ে রাজা বাংলাদশে ত্যাগ করবেন। ভুটানের রানি, পরিবারের সদস্যবৃন্দ, মন্ত্রিগণ ও পদস্থ কর্মকর্তারা রাজার সফরসঙ্গী হিসেবে সফরে যোগ দিয়েছেন।

#

আকরাম/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৮৪৮

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ):

           স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৫ দশমিক ৩৯ শতাংশ। এ সময় ৬৩১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

           গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৬ হাজার ৬৬২ জন।

                                                     #

দাউদ/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ৩৮৪৭

**ফিলিপাইনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে ‘গণহত্যা দিবস’ পালিত**

ম্যানিলা, ফিলিপাইন, ২৫ মার্চ:

যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ফিলিপাইনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে ‘গণহত্যা দিবস’ পালিত হয়েছে। দূতাবাস প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে দূতাবাসে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর ২৫শে মার্চের কালরাতে গণহত্যায় নিহত শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয় এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর গণহত্যা ও নৃশংসতার ওপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্রদূত এফ এম বোরহান উদ্দিন তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে আরো স্মরণ করেন ২৫শে মার্চ কালরাতের নৃশংস হত্যাকাণ্ডসহ পাকিস্থানি হানাদার বাহিনীর হাতে নির্মম গণহত্যার শিকার সকল শহিদদেরকে।

তিনি বলেন, একাত্তরের বীভৎস গণহত্যা শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বমানবতার ইতিহাসেও একটি বর্বরোচিত কালো অধ্যায়। এ গণহত্যার স্বরূপকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন, যাতে মানুষ ইতিহাসের ভয়াবহতা সম্পর্কে জ্ঞাত হয় এবং এমন অপরাধের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং এ ধরনের ঘৃণ্য অপরাধ যেন পৃথিবীর কোথাও আর না ঘটে সে ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরিশেষে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহিদের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

সায়মা/শফি/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/১৬০০ ঘণ্টা

Handout Number : 3846

**Bangladesh High Commission in Brunei observed Genocide Day**

Brunei, 25 March :

Bangladesh High Commission in Brunei Darussalam observed Genocide Day 2024 with due solemnity on 25 March 2024. The program was attended mainly by members of Bangladesh Community. At the beginning of the program, recitation from the Holy Quran was done and prayers were offered for the salvation of the departed souls of all martyrs who were viciously killed in that fateful night of 25 March 1971, and during the war and the greatest Bengali of all times Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, our Father of the Nation. A minute’s silence was also observed in their memories. The Bangladesh High Commissioner Nahida Rahman Shumona read out messages from the President, and the Prime Minister of Bangladesh.

A video documentary was screened, depicting the history and background of the Genocide Day. Paying rich tribute to the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Bangladesh High Commissioner, in her remarks, condemned the brutality of the Pakistan military in severe terms. She said that mercilessly killing innocent people who clamoured for independence and self-determination was pathetic, and unacceptable. She added “the blood of the martyrs did not go in vain, as we became independent after nine months long bloody battle. However, it is difficult to forget the memories of the genocide which left an indelible black mark on our national psyche. To prevent such genocidal incident occurring again in any place of the world, we need the recognition of the 1971 Bangladesh Genocide”. Jashim, a Bangladesh community member maintained that this kind of barbarism demonstrated by the Pakistani forces cannot be condoned by any logic, calling for widespread condemnation from within the international community as well as global recognition for ‘Genocide Day’.

#

Fatema/Paban/Robi/Sazzad/Asma/2024/1329 hours

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 3845

**Prime Minister’s message on the Independence Day and National Day**

Dhaka, 25 March :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of the Independence Day and National Day:

“Today is the great Independence and National Day. On this auspicious occasion, I extend my sincere greetings and congratulations to all the Bangladeshi citizens living in the country and abroad.

I remember with the most profound respect the Greatest Bangali of all time, Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, under whose firm and far-sighted leadership we achieved independent- sovereign Bangladesh. I remember the four national leaders, three million martyrs of the liberation war and the self- sacrifice of two hundred thousand mothers and sisters. I pay my deep homage to all the fearless freedom fighters, including the war-wounded. I am grateful to all the friendly countries, organizations, institutions, and individuals, particularly the then Prime Minister of India, Shrimati Indira Gandhi, for their generous support during the War.

Young student leader Sheikh Mujib, who was studying in the Department of Law at Dhaka University, had dreamt of establishing a sovereign state in this land since the creation of Pakistan in 1947. Pakistanis' social, economic, and political discriminatory attitudes became clear day by day. Sheikh Mujib remained steadfast in defending the rights and dignity of the Bangali in return for any sacrifice. The two organizations of his far-reaching thoughts are the Chhatra League and the Awami League, where he was deeply involved from the beginning until the end of his life. From the language movement of 1952 to the victory of the United Front election of 1954, the anti- Ayub movement of 1962, six points of 1966, and the mass upsurge of 1969, these two organizations had an immense role in the struggles. In the face of public outrage, Ayub Khan was forced to repeal the Agartala conspiracy case. Sheikh Mujib became 'Bangabandhu'- the hope and aspiration of Bangali. On 5 December 1969, on the death anniversary of Huseyn Shaheed Suhrawardy, Bangabandhu Sheikh Mujib declared, ‘From today, the name of this eastern part of Pakistan will be solely Bangladesh, instead of East Pakistan.’

The Awami League, led by Bangabandhu Sheikh Mujib, won a single majority in the National Assembly in the elections of 1970. However, the Pak-military junta started procrastinating without transferring power. Sheikh Mujib called for a non-cooperation movement and, in his historic speech on March 7, gave a clear outline of the goal of liberation from the long 23 years of rule and exploitation. On 23 March, the flag emblazoned with the map of Bangladesh was hoisted all over the country. At midnight on 25 March, Pakistani troops started killing unarmed Bangali in the name of 'Operation Search Light.' Pak junta arrested Sheikh Mujib at an early hour on 26 March. He made the official declaration of independence before he was arrested. The Bangali leader of the people was imprisoned in the Mianwali jail in Pakistan and subjected to inhumane torture. At the call of the Father of the Nation, the freedom-loving people of Bengal, inspired by the slogan 'Joy Bangla', started fighting, taking up arms for the liberation of the motherland. On 17 April, the Mujibnagar government swore in designating Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as President, Syed Nazrul Islam as Vice President, Tajuddin Ahmad as Prime Minister, Captain M Mansur Ali, and AHM Kamaruzzaman as Ministers. After a long 9-month armed struggle, independent sovereign Bangladesh was liberated on 16 December 1971 with the help of the allied forces.

Father of the Bangali Nation, President Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, was released from Pakistan, returned to his beloved independent motherland on 10 January 1972, and devoted himself to rebuild the war-ravaged country. With the help of allies, though there was an empty treasury, he rehabilitated the displaced people, restored and developed the infrastructure, and put the production sector and the economy on a solid foundation. He approved a constitution within 9 months of independence. The GDP growth rate surpassed 9% during Bangabandhu's tenure. Bangladesh gained recognition from 123 countries and membership in 27 international organizations through his diplomatic efforts. But our

-2-

misfortune is that the defeated anti-independence clique of 1971 continues to conspire against him. Incumbent President Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was martyred along with his most of the family members on 15 August 1975 by the brutal bullet of the assassins. The murderous Mostaq-Zia and their successors illegally seized power and established a dictatorship in the country.

After long 21 years, the Bangladesh Awami League won the people's mandate and got the responsibility of running the government in 1996. We took on the mission of uplifting the living standard of the poor by introducing social safety-net programs; turning the country into self-sufficient in food production; setting up community clinics to provide primary health care to marginalized people; building houses for homeless people by taking shelter projects; and making mobile phones and computer technology readily available. Our government signed a 30-year Ganges water-sharing agreement with India. To establish peace in the Chittagong Hill Tracts, we signed the historic peace agreement and repatriated the refugees who had taken refuge in India to Bangladesh. We strengthened the local government system and announced the woman development policy. The Awami League government provided approval for launching privately-owned television channels. We started the trial for killing the Father of the Nation by repealing the Indemnity Ordinance; established the independence of the judiciary, the rule of law, and human rights; and re-established the liberation war values in the country by preventing distortion of history. Our government's 1996-2001 term was a journey towards a brighter future of golden chapter breaking the shackle of backwardness, underdevelopment, and poverty.

The Bangladesh Awami League has been running the government since 2009 with the people's unwavering support in all the national elections. 'Digital Bangladesh' is now reality. We have already transformed Bangladesh into a developing country by implementing Vision-2021. Our government opened the door to the blue economy by establishing sovereignty over the vast sea area. Implementing the land boundary agreement with India ended the enclaves' long-standing misery. We inaugurated 100 bridges and 100 roads and highways in a single day. We brought 100 percent of people under electricity coverage. We have constructed the Padma Bridge with our own fund. Bangabandhu satellite-1 into space, Metrorail, Matarbari Power Project, Rooppur Nuclear Power Station, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Tunnel under Karnaphuli river, Elevated Expressway are some examples of our capacity. We have formulated the 'Bangladesh Delta Plan-2100' for our future generation. To build 'Smart Bangladesh', We are implementing the Second Perspective Plan 'Vision-2041' for the next 20 years.

We established the rule of law in the country by enforcing the verdict on trial against the killers of the Father of the Nation and the war criminals against humanity. We published the Records of Proceedings of 'Agartala Conspiracy Case' (4 Volumes)' filed by Pakistani rulers against Bangabandhu Sheikh Mujib in 1968 and the 'Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman' (14 Volumes) including 'The Unfinished Memories', 'The Prison Diaries', and 'New China 1952'. I believe that by reading these books, the new generation will clearly understand the firm footprints of the Father of the Nation in the history of independence.

The Awami League government believes in the philosophy of upgrading the fate of the people. We are running our government through immediate, short, medium, and long-term plans to uplift the living standard of ordinary people and develop the country. Moreover, we regularly monitor the implementation progress of our election manifesto. Due to these reasons, people's trust and strong support for Awami League continues.

On this very occasion of Independence Day and National Day, being imbued with the spirit of our great Liberation War, let us take the oath to build developed-prosperous non-communal smart 'Sonar Bangla' as dreamt by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujib.

 Joi Bangla, Joi Bangabandhu

 May Bangladesh Live Forever."

#

Emrul/Fatema/Paban/Robi/Sazzad/Shamim/2024/1130 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ৩৮৪৪

**মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৬ মার্চ ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এ উপলক্ষ্যে দেশে এবং প্রবাসে বসবাসকারী সকল বাংলাদেশি নাগরিককে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে। সম্মান জানাই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাকে। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই সকল বন্ধুরাষ্ট্র, সংগঠন, সংস্থা, ব্যক্তি এবং বিশেষ করে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি।

ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলাকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দিনে দিনে পাকিস্তানিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যমূলক মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শেখ মুজিব যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে বাঙালিদের অধিকার ও আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে অটল ছিলেন। তাঁর অত্যন্ত সুদূরপ্রসারি চিন্তার ফসল ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগ, যে সংগঠন দু’টির সৃষ্টি থেকে শুরু করে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ, ১৯৬২-এর আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ছয় দফা, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানসহ সকল আন্দোলন-সংগ্রামে এ সংগঠন দু’টির ভূমিকা ছিল অপরিসীম। গণরোষের মুখে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল। শেখ মুজিব হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার বাতিঘর ‘বঙ্গবন্ধু’। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা করেছিলেন, ‘আজ হতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় এদেশটির নাম হবে পূর্ব-পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র বাংলাদেশ।’

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাক-সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর না করে টালবাহানা শুরু করে। শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে দীর্ঘ ২৩ বছরের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট রেখা প্রদান করেন। ২৩ মার্চ সারাদেশে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ এর নামে ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালিদের হত্যা করতে শুরু করে। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পাক সামরিক জান্তা শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই তিনি স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। বাঙালির জননেতাকে পাকিস্তানের মিয়াওয়ালী কারাগারে বন্দী করে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। জাতির পিতার ডাকে বাংলার মুক্তিপাগল জনতা ‘জয় বাংলা’ স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৭ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে মন্ত্রী করে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে। দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র যুদ্ধের পর মিত্র শক্তির সহায়তায় ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়।

বাঙালি জাতির পিতা, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তাঁর প্রাণপ্রিয় স্বাধীন মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। শূন্য হাতে বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর সহায়তা নিয়ে ছিন্নমূল মানুষকে পুনর্বাসন করেন, অবকাঠামো পুনঃস্থাপন ও উন্নয়ন করেন এবং উৎপাদন খাত ও অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করান। স্বাধীনতা অর্জনের ৯ মাসের মধ্যেই একটি সংবিধান উপহার দেন। তাঁর কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ১২৩টি দেশের স্বীকৃতি এবং ২৭টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর আমলে আমাদের প্রবৃদ্ধি ৯ শতাংশ অতিক্রম করে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ১৯৭১-এর পরাজিত স্বাধীনতা বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাতে থাকে। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ শাহাদতবরণ করেন। খুনি মোস্তাক-জিয়া ও তাদের উত্তরসূরিরা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে দেশে স্বৈরশাসন কায়েম করে।

-২-

জনগণের ভোটে জয়ী হয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। আমরা দায়িত্ব নিয়েই সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জীবনমান পরিবর্তনে দ্রুত কাজে নেমে পড়ি। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, প্রান্তিক মানুষের কাছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা, আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তুহারা মানুষের জন্য বাসস্থান নির্মাণসহ মোবাইল ফোন ও কম্পিউটার প্রযুক্তিকে সহজলভ্য করি। ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষর, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সম্পাদন এবং ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী উদ্বাস্তুদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করি। আমরা শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করি। ব্যক্তি মালিকানায় টেলিভিশন চ্যানেল চালুর অনুমোদন দেই। ‘ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ’ বাতিল করে জাতির পিতা হত্যার বিচার কার্যক্রম শুরু করি। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা, আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ইতিহাস বিকৃতি রোধ করে দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি। আমাদের সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদকাল ছিল সকল পশ্চাৎপদতা, অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যের শৃঙ্খল ভেঙে অন্ধকার থেকে আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলার এক সোনালী অধ্যায়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত সবক’টি জাতীয় নির্বাচনে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়ে সরকার পরিচালনা করছে। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ এখন বাস্তবতা। আমরা ইতোমধ্যেই ‘রূপকল্প-২০২১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত করেছি। সমুদ্রের বিশাল জলরাশিতে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে সুনীল অর্থনীতির দ্বার উন্মুক্ত করেছি। ভারতের সঙ্গে স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহলবাসীর দীর্ঘদিনের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটিয়েছি। এক দিনে ১০০ সেতু এবং ১০০ সড়ক উদ্বোধন করা হয়, যা ইতিহাসে এই প্রথম। শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সেবার আওতায় নিয়ে এসেছি। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করেছি। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দৃষ্টিনন্দন তৃতীয় টার্মিনাল, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের মত মেগা প্রকল্পের বাস্তবায়ন আমাদের সামর্থ্যের বহিঃপ্রকাশ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বসবাসের উপযোগী করে প্রণয়ন করা হয়েছে ‘ডেল্টা প্ল্যান-২১০০’। ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমানে ২০ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অর্থাৎ ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়ন করতে চলছে আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা।

জাতির পিতার খুনি এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করার মাধ্যমে আমরা দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানি শাসকদের দায়ের করা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা নিয়ে ‘আগরতলা কন্সপিরেসি কেইস’ (৪ খণ্ড) এবং তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৪৮ হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট ‘সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’ (১৪ খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছে। জাতির পিতার নিজের লেখা ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’, ‘কারাগারের রোজনামচা’ এবং ‘আমার দেখা নয়াচীন’ প্রকাশ করেছি। আমার বিশ্বাস, এই বইগুলো পড়লে নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতার ইতিহাসে জাতির পিতার দৃপ্ত পদচারণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে পারবে।

আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের দর্শনে বিশ্বাসী। সাধারণ মানুষের জীবনমান এবং দেশের উন্নয়নে আমরা আশু, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করছি। এছাড়া নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়ন অগ্রগতি আমরা নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছি। এসকল কারণে আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের আস্থা এবং জোরালো সমর্থন অব্যাহত রয়েছে।

আসুন, স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসে এ মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক স্মার্ট ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণের শপথ গ্রহণ করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/ফাতেমা/পবন/রবি/কলি/আসমা/২০২৪/১১২০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 3843

**President's Message on the great Independence and National Day**

Dhaka, 25 March :

President Mohammed Shahabuddin has given the following message on the occasion of the great Independence and National Day :

“26th March-The Great Independence and National Day of Bangladesh. On this auspicious occasion, I extend my heartfelt greetings and warm felicitations to my fellow countrymen living at home and abroad.

On this day, I remember with profound respect the architect of our independent Bangladesh, the greatest Bangalee of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On the fateful night of March 25, 1971, the invading forces of Pakistan unexpectedly attacked the unarmed Bangalees. In the early hours of March 26, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman officially declared the Independence of Bangladesh. We achieved an independent and sovereign Bangladesh through a nine-month long Liberation War under the able leadership of Bangabandhu. I recall with deep respect the millions of martyrs who sacrificed their lives in the War of Liberation. I recall with deep reverence our Four National Leaders, heroic freedom-fighters, organizers, supporters, foreign friends and people from all walks of life who made contributions to attain our right to self-determination and freedom movement.

Bangabandhu always cherished a dream of building a happy and prosperous country along with political freedom. The present government has been rendering untiring efforts in materializing the dream of Bangabandhu. Under the dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh is moving towards the highway of development at an inexorable pace. We have achieved enormous success in various areas of socio-economic development including poverty alleviation, education, health, human resource development, women empowerment, lowering child and maternal mortality rates, elimination of gender discrimination and increase in life expectancy. Rate of poverty has been dropped whereas per capita income has increased. A huge number of landless and homeless people are being rehabilitated. The Padma Bridge, constructed by our own resources, the Karnafuli tunnel and the Metrorail are having positive impact on our economy. Works of Payra Deep Sea Port, Hazrat Shahjalal International Airport’s Third Terminal and Rooppur Nuclear Power Plant are also progressing uninterruptedly. Bangladesh has already been elevated from a least developed country to a developing country. With the continuation of this sustained development process, Bangladesh will turn into a developed, smart and prosperous country in the world by 2041, InshaAllah.

Government has been able to maintain the economic growth for timely and bold steps taken by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina despite the world economy is facing negative impact due to worldwide war and geo-political crisis. The economy has turned around as a result of various socio-economic and investment projects, programs and initiatives taken by the government to ensure sustainable and inclusive development.

-2-

Huge amount of remittances sent by expatriates has made an important contribution to keep the wheel of the economy rolling during this time. To deal with this crisis, we also have to be frugal in the use of resources and follow austerity in luxury. I hope, based on the unprecedented achievements of the government in the country's overall development activities and socio-economic indicators in the past years, we will be able to face these challenges in the days to come, InshaAllah.

The government has been consistent in upholding our foreign policy ‘Friendship to all, malice towards none’ as enunciated by the Father of the Nation. Our achievement in the international arena, including the establishment of world peace, is also commendable. Despite being a densely populated country, Bangladesh has set a unique example of humanity in the world by sheltering more than one million of Rohingyas who have been tortured and forcibly deported from Myanmar. People of Bangladesh are peace loving. Bangladesh has witnessed the devastation of war and became the victim of genocide. We want no more war in the world. We condemn the genocide going on in the world including Palestine. Bangladesh believes in a peaceful solution to this problem. I call upon the United Nations and the international community to take effective measures for solution to Rohingya problem and to stop war taking place around the world including Palestine.

We must ensure people-oriented and sustainable development, good governance, social justice, transparency and accountability; in order to achieve the desired goal of Independence. Forbearance, human rights and rule of law have to be consolidated for institutionalizing democracy. It is our sacred duty to ensure a safe, happy, beautiful and prosperous Bangladesh for the new generation. By assassinating Bangabandhu on 15 August 1975, anti-liberation forces tried to erase his policy, ideology as well as to stop the trend of development and progress of the country forever. But the Bengali is a nation of heroes. Nothing could suppress the Bangalees. Bangabandhu has become the conqueror of death. Death has not dissipated him but has made him brighter and more glorious in the minds of Bangalees. Present and future generation have to understand that the way they are treading forward today is paved by our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The path shown by him will be the step of development and progress in the future as well.

To expedite the progress of the country, let the nation embrace the spirit of the liberation war and the ideals of the Father of the Nation and move forward in building ‘Sonar Bangla (Golden Bengal)’ dreamt by Bangabandhu− this is my expectation on the great Independence Day.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

Rahat/Fatema/Paban/Robi/Sazzad/Asma/2024/1130 hours

Not to publish before 5 PM

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮৪২

**মহান স্বাধীনতা ও জাতীয়** **দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা,** ১১ চৈত্র **(**২৫ মার্চ**) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২৬ মার্চ ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ২৬ মার্চ। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

আজকের এ দিনে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায়। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও সমর্থক, বিদেশি বন্ধু এবং সর্বস্তরের জনগণকে, যাঁরা আমাদের অধিকার আদায় ও মুক্তিসংগ্রামে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন।

বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্যবিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দারিদ্র্যের হার কমার পাশাপাশি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন বিশাল একটি জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মাসেতু, কর্ণফুলী টানেল ও মেট্রোরেল দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখছে। পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজও নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

 বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ ও ভূ-রাজনৈতিক সংকটের প্রভাবে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত ও সাহসী পদক্ষেপের ফলে সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে আর্থসামাজিক ও বিনিয়োগধর্মী নানামুখী প্রকল্প, কর্মসূচি এবং কার্যক্রম গ্রহণের ফলে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত বিপুল পরিমাণ রেমিটেন্স অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ সংকট মোকাবিলায় আমাদেরকেও সম্পদ ব্যবহারে হতে হবে মিতব্যয়ী এবং ভোগবিলাসে কৃচ্ছতা অনুসরণ করতে হবে। আমি আশা করি, বিগত বছরসমূহে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম এবং আর্থসামাজিক সূচকসমূহে সরকারের অভূতপূর্ব অর্জনের ওপর ভিত্তি করে আমরা এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারব।

-২-

‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’ -বঙ্গবন্ধুর এ আদর্শ অনুসরণে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও আমাদের অর্জন প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও নির্যাতিত ১০ লাখেরও অধিক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী। বাংলাদেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়। বাংলাদেশ যুদ্ধের বিভীষিকা দেখেছে, বাংলার মানুষ গণহত্যার শিকার হয়েছে। আমরা বিশ্বে আর কোনো যুদ্ধ চাই না। ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের যে সকল দেশে যুদ্ধ ও গণহত্যা চলছে আমরা তার নিন্দা জানাই।

 আমি জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান ও ফিলিস্তিনসহ অন্যান্য দেশে যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই।

 স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে জনমুখী ও টেকসই উন্নয়ন, সুশাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পরমতসহিষ্ণুতা, মানবাধিকার ও আইনের শাসন সুসংহত করতে হবে। নতুন প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, সুখী, সুন্দর ও উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর নীতি-আদর্শকে মুছে ফেলার পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে চিরতরে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাঙালি বীরের জাতি। কোনো কিছুই বাঙালিকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু হলেন মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যু তাঁকে নিঃশেষ করেনি বরং বাঙালির চিত্তাকাশে আরো উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করেছে। নতুন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুধাবন করতে হবে, আজ তারা যে পথ দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা তৈরি করে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভবিষ্যতেও তাঁর দেখানো পথই হবে উন্নয়ন ও অগ্রগতির সোপান।

 দেশের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে জাতি এগিয়ে যাক বঙ্গবন্ধুর ‘সোনার বাংলা’ গড়ার পথে-মহান স্বাধীনতা দিবসে এ আমার প্রত্যাশা।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/ফাতেমা/পবন/রবি/কলি/আসমা/২০২৪/১২২৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২২

টেলিভিশন চ্যানেলে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূলবার্তা :**

আগামী ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে স্মৃতিসৌধের ফুলের বাগানের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন না করার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

#

আমজাদ/ফাতেমা/কলি/আসমা/২০২৪/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৮২১

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

**জাতীয় স্মৃতিসৌধের ফুলের বাগানের ক্ষতিসাধন না করার আহ্বান**

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

আগামী ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে স্মৃতিসৌধের ফুলের বাগানের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন না করার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

#

আমজাদ/ফাতেমা/কলি/আসমা/২০২৪/১১৩০ ঘণ্টা